যুগান্তর

তাং ·· 23 APR 2003 ··· পৃষ্ঠা ··· ৪ কলাম ··· ১

সার্কের অঙ্গীকার

দক্ষিণ এশীয় আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থাকে (সার্ক) নূতন সহযোগিতার বার্তাবরণে লইয়া আসিবার ব্যাপারে ঐকমত্যে পৌঁছাইয়াছেন প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া ও শ্রীলংকার প্রেসিডেন্ট চন্দ্রিকা কুমারাতুঙ্গা। প্রায় দুই যুগের সমান বয়স হইতে চলিলেও সেই লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সাধনে সার্ক গঠিত হইয়াছিল সেই শতকোটির বেশি দরিদ্র মানুষের জন্য সমন্বিত উন্নয়ন প্রয়াস, সার্বিক সহযোগিতা, দ্বিপক্ষীয় ও বহুপক্ষীয় কর্মসূচির ভিতর দিয়া গোটা অঞ্চলকে একই আঞ্চলিক উন্নয়ন মোড়কের মধ্যে লইয়া আসা এখনও সম্ভব হয় নাই। সেই সূত্র ধরিয়া এতদঞ্চলের আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের সূচনা হইলেও নানান প্রতিকূলতা এই সংস্থাটিকে অনেকাংশে অকার্যকর করিয়াছে। ইহা এই অঞ্চলের সকলের জন্য দুঃখজনক। তবে যেহেতু সার্কের অন্যান্য সদস্য দেশ সংস্থাটিকে কার্যকরভাবে জোরদার করিয়া তুলিতে সমান প্রয়াস চালাইতেছে না সেই জন্যই এমন একটি সুযোগ স্থবিরতার দিকেই গড়াইতেছে। অথচ সার্ককে কার্যকর করিয়া তোলা গেলে, সার্ক কান্ট্রিগুলির আমদানি-রফতানি বাণিজ্য যেমন একটি বিশেষ স্তরে উপনীত হইত তেমনি অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক আদান-প্রদানের পরিধি বহুলাংশে বাড়িয়া যাইত। অনুরূপ আঞ্চলিক সহযোগিতার বেশ কয়েকটি নজির বিশ্বের কয়েকটি অঞ্চলে বিদ্যমান; আসিয়ান তাহার মধ্যে একটি। দক্ষিণ কোরিয়া, মালয়েশিয়া, ব্রুনেই দারুসসালাম, সিঙ্গাপুর এবং সাম্প্রতিক সময়ে ভিয়েতনাম অর্থনৈতিক, মানবসম্পদ উন্নয়নে বিশিষ্ট অবস্থান লইয়াছে। এই দেশগুলির কর্মপ্রেরণা ও উন্নয়ন ধারণা অন্যান্য দেশকেও অনুপ্রেরণা যোগাইতে পারে। তাহাদের এই সাধনায় এথনিক সমস্যা বা ধর্মীয় গোঁড়ামি, সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য ও রাজনৈতিক ভিন্নমত বাধা হইয়া দাঁড়াইতে পারে নাই। ঠিক উল্টোটা ঘটিয়া চলিয়াছে সার্কের মধ্যে। ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে সীমান্ত বিরোধ কেবল সীমানা চিহ্নিতকরণ লইয়া নয়, কাশ্মীর উহার অগ্নিকুণ্ড। বাংলাদেশের সহিত ভারতের সীমান্ত সমস্যা, পুশইন সমস্যা, পুশব্যাক লইয়া পতাকা বৈঠক দেশগুলির মধ্যে পরস্পর অবিশ্বাসকেই উস্কাইয়া দিতেছে। ভারত ও পাকিস্তান যেমন পরস্পরের বিরুদ্ধে মুখ না দেখাদেখির পর্যায়ে রহিয়াছে, সেইখানে সার্কের ছোট গরিব দেশগুলির উদ্যোগ যে ভঙ্গুর হইয়া পড়িবে, উহা বলাই বাহুল্য। বাংলাদেশ, শ্রীলংকা, মালদ্বীপ, ভুটান, নেপাল সার্ককে গতিশীল ও কার্যকর করিতে চাহিলেও বৃহৎ সদস্যদের প্রতিকূল মনোভাবের কারণে সংস্থার কার্যক্রমে ভাটা পড়িয়াছে। মানসিকতার এই অচলায়তন ভাঙিয়া ফেলা অতীব জরুরি। প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া ও প্রেসিডেন্ট চন্দ্রিকা কুমারাতুঙ্গা একমত হইয়াছেন যে, বর্তমান বিশ্ব অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় এতদঞ্চলীয় ঐক্যবদ্ধ প্রয়াসের বিকল্প নাই। সার্ক দেশগুলি দ্বিপক্ষীয় প্রেক্ষাপটে যেমন তেমনি বহুপক্ষীয় কায়দায় উন্নয়ন ধারায় অবদান রাখিতে পারে, কিন্তু 'সমন্বিত আঞ্চলিক' উন্নয়ন কর্মসূচি প্রণয়ন ও অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে সেইগুলির বাস্তবায়ন কি আদৌ ঘটিবে? আমরা চাই ঘটুক। সেই ঘটনা আমাদের নূতনতর সাংস্কৃতিক বাতাবরণ নির্মাণে সহায়তা দিক, সর্বান্তকরণে শত কোটির অধিক মানুষ উহা চায়। সেই কণ্ঠস্বর কি সাতটি দেশের নেতৃবৃন্দ শুনিতে পান না?